

আখ্যানমঞ্জরী

দ্বিতীয় ভাগ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

Published by

porua.org

সূচী।

বিষয়	পৃষ্ঠা
<u>দয়া ও দানশীলতা</u>	<u>১</u>
<u>যথার্থ পরোপকারিতা</u>	<u>৩</u>
<u>মাতৃভক্তির পুরস্কার</u>	<u>৫</u>
<u>দয়ালতা ও পরোপকারিতা</u>	<u>৯</u>
<u>অদ্ভুত আখিখেয়তা</u>	<u>১৩</u>
<u>দয়া ও সন্ধিবেচনা</u>	<u>১৭</u>
<u>সৌজন্য ও শিষ্টাচারের ফল</u>	<u>১৮</u>
<u>দয়া ও সন্ধিবেচনা</u>	<u>২১</u>
<u>দয়া, সৌজন্য ও কৃতজ্ঞতা</u>	<u>২৪</u>
<u>অমায়িকতা ও উদারচিত্ততা</u>	<u>২৮</u>
<u>যথার্থবাদিতা ও অকতোভয়তা</u>	<u>৩২</u>
<u>অদ্ভুত অমায়িকতা</u>	<u>৩৫</u>
<u>কৃতঘ্নতা</u>	<u>৩৭</u>
<u>কৃতজ্ঞতা ও অকতোভয়তা</u>	<u>৪০</u>
<u>উপকার স্মরণ</u>	<u>৪১</u>
<u>প্রত্যপকার</u>	<u>৪৬</u>
<u>প্রত্যপকার</u>	<u>৪৮</u>
<u>কৃতজ্ঞতার পুরস্কার</u>	<u>৫৫</u>
<u>যথার্থ কৃতজ্ঞতা</u>	<u>৫৯</u>
<u>নিঃস্পৃহতা</u>	<u>৬১</u>
<u>ধর্মশীলতার পুরস্কার</u>	<u>৬৬</u>
<u>অদ্ভুত ন্যায়পরতা</u>	<u>৬৭</u>
<u>প্রকৃত ন্যায়পরতা</u>	<u>৭০</u>
<u>ন্যায়পরতার পুরস্কার</u>	<u>৭৩</u>
<u>ন্যায়পরতা ও ধর্মশীলতা</u>	<u>৭৬</u>
<u>শঠতা ও দুরভিসন্ধির ফল</u>	<u>৭৮</u>
<u>ঐশিক ব্যবস্থায় বিশ্বাস</u>	<u>৮১</u>
<u>সংসারে নম্র হইয়া চলা উচিত</u>	<u>৮৩</u>
<u>সৌজন্য ও সন্ধিবেচনা</u>	<u>৮৬</u>
<u>দোষস্বীকারের ফল</u>	<u>৮৮</u>
<u>নিঃস্পৃহতা ও উন্নতচিত্ততা</u>	<u>৯১</u>
<u>নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরতা</u>	<u>৯৪</u>
<u>যথার্থ বিচার</u>	<u>৯৭</u>
<u>যেমন কর্ম তেমনই ফল</u>	<u>৯৯</u>
<u>পিতৃভক্তি ও ভ্রাতৃবাৎসল্য</u>	<u>১০২</u>

আখ্যানমঞ্জরী

দ্বিতীয় ভাগ।

দয়া ও দানশীলতা

আয়র্লণ্ডদেশীয় ডাক্তার অলিবর্ গোন্ডস্মিথ অতিশয় দয়ালু ও দানশীল ছিলেন। পরের দুঃখ দেখিলে তাঁহার অন্তঃকরণে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইত, এবং সেই দুঃখের নিবারণে প্রাণপণে যত্ন করিতেন। দুঃখী লোকে সাহায্য প্রার্থনা করিলে, তিনি তাহাদের প্রার্থনাপরিপূরণে কদাচ বিমুখ হইতেন না। কাব্য প্রভৃতি নানাবিধ উৎকৃষ্ট গ্রন্থের রচনা দ্বারা তিনি যেরূপ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, দয়া ও দানশীলতা দ্বারাও তদনুরূপ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

একদা এক স্ত্রীলোক পত্র দ্বারা তাঁহাকে জানাইলেন, আমার স্বামী অতিশয় অসুস্থ হইয়া শয্যাগত আছেন; আপনি অনুগ্রহ পূর্বক, তাঁহাকে দেখিয়া ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলে, আমরা যার পর নাই উপকৃত হই। এই পত্র পাইয়া, দয়ালু গোন্ডস্মিথ, অবিলম্বে তাঁহাদের বাটীতে উপস্থিত হইলেন, এবং সবিশেষ জিজ্ঞাসা দ্বারা সমস্ত অবগত হইয়া বুঝিতে পারিলেন, অনাহার তাঁহার পীড়ার একমাত্র কারণ, অথের অভাবে পর্যাপ্ত আহার না পাইয়া, দিন দিন কৃশ ও দুর্বল হইয়া, তিনি শয্যাগত হইয়াছেন, রীতিমত আহার পাইলেই, স্বাস্থ্য, সুস্থ ও সবল হইতে পারেন, ঔষধসেবন নিঃপ্রয়োজন।

এই স্থির করিয়া, তিনি সেই রোগী ও তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, আমি রোগের কারণ নির্ণয় করিয়াছি, বাটীতে গিয়া, রোগের উপযুক্ত ঔষধ পাঠাইয়া দিতেছি। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। স্বীয় আলয়ে উপস্থিত হইয়া, তিনি একটি পিলের^[১] বাক্স বাহির করিয়া, দশটি গিনি^[২] লইয়া তাহার ভিতরে রাখিলেন, এবং তাহার উপর লিখিয়া দিলেন, আবশ্যিকমত বিবেচনা পূর্বক, এই ঔষধের সেবন করিলে, অল্প দিনের মধ্যেই, সম্পূর্ণ সুস্থ

হইতে পারিবেন। অনন্তর তিনি, স্বীয় ভৃত্য দ্বারা, এই অপূৰ্ব ঔষধ পাঠাইয়া দিলেন।

ৰোগী ও তাঁহার সহধৰ্মিণী, ঔষধের বাক্স খুলিয়া, তন্মধ্যে অদ্ভুত ঔষধ দেখিয়া, সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন; এবং, ক্রিয়াক্ষণ, পরস্পর মুখনিরীক্ষণ করিয়া, অশ্রুপূৰ্ণ নয়নে, গোল্ডস্মিথের দয়ালুতা ও দানশীলতার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

1. ↑ পিল্—গুলি ঔষধ, ঔষধের বড়ি।
2. ↑ ইংলও প্রভৃতি দেশে প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রা, মূল্য ১৫ ।

যথার্থ পরোপকারিতা

ফ্রান্সের অন্তর্বর্তী মার্সীল্‌স্‌ প্রদেশে, গয়ট্‌ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। অত্যন্তকট্‌ পরিশ্রম করিয়া, তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জন করেন। তিনি বিলাসী ও ভোগাভিলাষী ছিলেন না, অতি সামান্যরূপে আহাৰ করিয়া, ও অতি সামান্যরূপে পরিচ্ছদ পরিয়া, কালযাপন করিতেন। তাঁহার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া, প্রতিবেশীরা তাঁহাকে অত্যন্ত কৃপণ স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেন, গয়ট্‌ অতি নরাধম, প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া, যথেষ্ট অর্থোপার্জন করিতেছে, কিন্তু এমনই কৃপণস্বভাব যে, ভাল খায় না ও ভাল পরে না। না খাইয়া, না পরিয়া, অর্থ সঞ্চয়ের ফল কি, তাহা ঐ পাপিষ্ঠই জানে। ফলকথা এই, তিনি, প্রতিবেশিবর্গের নিকট, যার পর নাই, কৃপণ ও নীচস্বভাব বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে পথ দেখিতে পাইলে, সকলে হাততালি ও গালাগালি দিত; বালকেরা, ঐ অমুক যায় বলিয়া, হাসি ও তামাসা করিত, এবং ডেলা মারিত। তিনি তাহাতে কিঞ্চিৎমাত্র ক্ষুব্ধ, দুঃখিত, বা চলচিত্ত হইতেন না; তাহাদের দিকে দৃকপাত না করিয়া, সহাস্য বদনে, চলিয়া যাইতেন।

এইরূপে, গয়ট্‌ জীবদ্দশায়, সকলের অশ্রদ্ধাভাজন ও উপহাসাস্পদ হইছিলেন বটে, কিন্তু মৃত্যুকালে, স্বীয় সমস্ত সম্পত্তির যেরূপ বিনিয়োগ করিয়া যান, তদৃষ্টে সকলে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন; এবং আন্তরিক ভক্তি সহকারে মৃত্যুকণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান ও প্রশংসা কীর্তন করিয়াছিলেন। তিনি বিনিয়োগপত্রে লিখিয়া যান, বাল্যকালে, অত্রত্য হীনাবস্থ লোকদিগের জলকষ্ট দেখিয়া, আমার অন্তঃকরণে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইত। অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিয়াছিলাম, প্রচুর অর্থ ব্যতিরেকে, ঐ ভয়ানক কষ্টের নিবারণের আর উপায় নাই। এজন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, প্রাণপণে যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া, অর্থোপার্জন করিব, এবং কোনও বিষয়ে কিছুমাত্র ব্যয় না করিয়া, উপার্জিত সমস্ত অর্থ উল্লিখিত জলকষ্টের নিবারণার্থে যথেষ্ট সঞ্চিত করিয়া রাখিব। এই প্রতিজ্ঞা অনুসারে আমি যাবজ্জীবন, প্রাণপণে পরিশ্রম ও আহাৰ প্রভৃতি সৰ্ববিষয়ে সাতিশয় ক্ৰেশস্বীকার করিয়া, প্রচুর অর্থসঞ্চয় করিয়াছি। এক্ষণে, এই বিনিয়োগপত্র দ্বারা, আমার সঞ্চিত সমস্ত অর্থ পূৰ্বোক্ত জলকষ্টনিবারণের নিমিত্ত, প্রদত্ত হইতেছে। যাঁহাদের উপর এই বিনিয়োগপত্রের অনুযায়ী কার্যনির্বাহের ভার অর্পিত হইল, তাঁহাদের নিকট আমার সর্বনয় প্রার্থনা এই, অবিলম্বে এক উত্তম জলপ্রণালী প্রস্তুত করাইয়া দিবেন।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে, গয়ট্‌, সৰ্ব্বংশে, অতি প্রশংসনীয় ব্যক্তি। তাঁহার ন্যায়, প্রকৃত পরদুঃখকাতর ও যথার্থ পরোপকারী মনুষ্য, সচরাচর, নয়নগোচর হয় না। সকলে তদীয় দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া চলিলে, সংসারে ক্ৰেশের লেশমাত্র থাকে না।

মাতৃভক্তির পুরস্কার

যুরোপের রাজাদের ও প্রধান লোকদিগের প্রথা এই, তাঁহারা যে গৃহে অবস্থিতি করেন, সেই গৃহের বহির্ভাগে অল্পবয়স্ক ভৃত্যরা উপবিষ্ট থাকে। আবশ্যক হইলে, তাঁহারা ঘণ্টা বাজান; ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া, ভৃত্যেরা তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হয়। এক দিন, প্রাশিয়ার অধীশ্বর ফ্রেডরিক ঘণ্টা বাজাইলেন; কিন্তু কোনও ভৃত্য উপস্থিত হইল না। তখন তিনি গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, এবং একমাত্র বালকভৃত্যকে নিদ্রিত দেখিয়া, তাহাকে জাগরিত করিবার নিমিত্ত, নিকটে গিয়া, তাহার জামার বগলিতে একখানি পত্র দেখিতে পাইলেন। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া, তিনি ঐ পত্রখানি হস্তে লইলেন। পত্রখানি বালকের জননীর লিখিত। বালক, বেতন পাইয়া, জননীর ব্যয়নির্বাহের নিমিত্ত টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিল। তিনি, টাকা পাইয়া পুত্রকে লিখিয়াছেন,—বৎস, তুমি যাহা পাঠাইয়াছ, তাহা পাইয়া আমি অতিশয় আহলাদিত হইয়াছি। তুমি যথার্থ মাতৃভক্ত, আশীর্বাদ করিতেছি, জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

পত্র পড়িয়া, ফ্রেডরিক অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, মাতৃভক্ত বালকের প্রশংসা করিতে করিতে, নিজ গৃহে প্রতিগমন পূর্বক, একটা টাকার থলি বহিষ্কৃত করিলেন এবং সেই পত্রখানি ও ঐ টাকার থলিটি বালকের বগলিতে রাখিয়া, নিজ গৃহে প্রবেশ করিয়া, ঘণ্টা বাজাইতে লাগিলেন। বালকের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তখনও ঘণ্টাধ্বনি হইতেছিল; তাহা শুনি, সে তৎক্ষণাৎ রাজসমীপে উপস্থিত হইল। রাজা বলিলেন, তোমার বিলক্ষণ নিদ্রা, হইয়াছিল। বালক নিতান্ত ভীত হইল, কোনও উত্তর করিতে পারিল না। এই সময়ে, সহসা তাহার হস্ত বগলিতে পতিত হইলে, তন্মধ্যে টাকার থলি দেখি, অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল, এবং বিষন্ন বদনে কাতর নয়নে, রাজার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার নয়নযুগল হইতে প্রবলবেগে প্রভূত বাষ্পবারি বিনির্গত হইতে লাগিল, ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া, সে একটিও কথা বলিতে পারিল না।

তাহার এইরূপ ভাব দেখিয়া, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে বালক, কি জন্য এত কাতর হইতেছ ও বোদন করিতেছ, বল। তখন বালক, জানু পাতিয়া, ভূতলে উপবিষ্ট হইল, এবং কৃতাজ্জলি হইয়া, অশ্রুপূর্ণ লোচনে, কাতর বচনে বলিল, মহাবাজ, এই টাকার থলি কিরূপে আমার বগলিতে আসিল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কোনও ব্যক্তি, নিঃসন্দেহ আমার সর্বনাশের চেষ্টায় আছে, সেই আমার নিদ্রিত অবস্থায়, এই টাকার থলি বগলিতে রাখিয়া গিয়াছে, অবশেষে, আমি চুরি করিয়াছি বলিয়া, আমায় ধরাইয়া দিবে। এই বলিতে বলিতে, তাহার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল।

বালকের মাতৃভক্তির বিষয় অবগত হইয়া, রাজা প্রথমতঃ যত আহলাদিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে, তাহার এই ভাব দেখিয়া, তদপেক্ষা

অনেক অধিক আহলাদিত হইলেন; এবং বালকের উপর সাতিশয় প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, অহে বালক, তুমি বগলিতে টাকার থলি দেখিয়া অত বিষণ্ণ ও কাতর হইতেছ কেন, কোন দুষ্ট লোক, তোমার সর্বনাশের অভিসন্ধিতে, তোমার বগলিতে এই টাকার থলি রাখিয়াছে, সেরূপ ভাবিয়া ভয় পাইবার প্রয়োজন নাই। দয়াময় জগদীশ্বর আমাদের হিতার্থে, অনেক শুভকর কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহার ইচ্ছাতেই এই টাকার থলি তোমার বগলিতে আসিয়াছে। তুমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দাও। কোনও দুষ্ট লোক, দুষ্ট অভিপ্রায়ে এরূপ করিয়াছে, তুমি ক্ষণকালের জন্যও, সেরূপ ভাবিও না ও ভয় পাইও না। ইহা তোমার মাতৃভক্তির যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কার।

এইরূপ বলিয়া, সেই ভয়বিহ্বল বালককে অভয়প্রদান করিয়া, রাজা বলিলেন, এই টাকাগুলি তুমি জননীর নিকট পাঠাইয়া দাও, এবং তাঁহাকে আমার নমস্কার জানাও ও লিখিয়া পাঠাও, আজ অবধি আমি তোমার ও তোমার জননীর সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিলাম।

দয়ালুতা ও পরোপকারিতা

ফ্রান্সদেশীয় প্রসিদ্ধ বিদ্বান মন্টেস্কু অতিশয় দয়াশীল ও পরোপকারী ছিলেন। তিনি, কার্যবশতঃ, মারসীলম্ প্রদেশে গিয়াছিলেন। তথায়, জলপথে পরিভ্রমণ করিবার অভিলাষে, তিনি, একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া, তাহাতে আরোহণ করিলেন। এই নৌকার দাঁড়ি ও মাঝি অতি অল্পবয়স্ক, তাহাদের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে, তিনি তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলিল, আমরা দুই সহোদর, সেকরার কৰ্ম করিয়া জীবিকা নির্বাহ করি, যে উপার্জন করি, তাহাতে আমাদের স্বচ্ছন্দে দিনপাত হয়, আয়ের বৃদ্ধি করিবার মানসে আমরা, অবসরকালে নাবিকের কৰ্ম করিয়া থাকি।

এই কথা শুনিয়া, মন্টেস্কু বলিলেন, আমার বোধ হইতেছে, তোমাদের অর্থলোভ অতি প্রবল; সেই লোভের বশীভূত হইয়া, তোমরা এই ক্লেশকর নীচকর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছ। তখন তাহারা বলিল, না মহাশয়, আমরা অর্থলোভে বশীভূত হইয়া, এই নীচ কর্মে প্রবৃত্ত হই নাই। যে কারণ বশতঃ, আমাদেরকে এই নীচ কৰ্মে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে, তাহা অবগত হইলে, আপনি আমাদেরকে অর্থলোভের বশীভূত ভাবিবেন না। আমাদের পিতা বিদ্যমান আছেন। তিনি একখানি জলযান কিনিয়া, নানাবিধ দ্রব্য লইয়া, বাবরিদেশে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রবল দস্যুদল, আক্রমণ ও সর্বস্বহরণ পূর্বক, ত্রিপোলী প্রদেশে লইয়া গিয়া, তাঁহাকে দাসব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রীত করিয়াছে। তিনি তথা হইতে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিয়া বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমায় কিনিয়াছেন, তিনি নিতান্ত অভদ্র ও নির্দয় নহেন, আমার পক্ষে বিলক্ষণ সদয় ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং টাকা পাইলে, আমায় ছাড়িয়া দিতে সম্মত আছেন। কিন্তু, তিনি এত অধিক টাকা চাহিতেছেন যে, কোনও কালে, আমি ঐ টাকার সংগ্রহ করিতে পারিব, তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই, সুতরাং আর আমার দেশে যাইবার আশা নাই। অতএব, তোমরা, আমায় আর দেখিতে পাইবে, সে আশা করিও না।

এই কথা বলিতে বলিতে, তাহাদের দুই সহোদরের শোকানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তদীয় নয়ন হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা বিনিঃসৃত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, শোকসংবরণ করিয়া, তাহারা বলিল, মহাশয়, আমাদের পিতা অতিশয় পুত্রবৎসল, তাঁহার অদর্শনে আমরা জীবন্ত হইয়া আছি। যত টাকা দিলে, তিনি দাসস্বমুক্ত হইতে পারেন, আমরা, সেই টাকার সংগ্রহের নিমিত্ত, প্রাণপণে যত্ন ও চেষ্টা করিব, এই প্রতিজ্ঞা

করিয়াছি। অন্য উপায় দেখিতে না পাইয়া, অবশেষে, এই নীচ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি। আমরা যে তাহাকে দাসত্বমুক্ত করিতে পারিব, আমাদের সে আশা নাই, কিন্তু তদর্থে, যথোচিত (চেষ্টা না করিয়াও, ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না।

তাহাদের কথা শুনিয়া ও পিতৃভক্তি দেখিয়া, মন্টেস্কু প্রসন্ন বদনে বলিলেন, দেখ, প্রথমত, তোমাদিগকে অর্থলোভী স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে, কি কারণে তোমরা এই নীচ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছ, তাহার সবিশেষ অবগত হইয়া, যৎপরোনাস্তি প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম, তোমরা যথার্থ সুসন্তান, অচিরে তোমাদের মনস্কাম পূর্ণ হইবে। এই বলিয়া, বিলক্ষণ পুরস্কার দিয়া, তিনি প্রস্থান করিলেন।

কতিপয় মাস অতীত হইল। এক দিন তাহারা দুই সহদরে দোকানে কৰ্ম্ম করিতেছে, এমন সময়ে তাহাদের পিতা তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে নয়নগোচর করিয়া, তাহারা বিস্ময়াপন্ন হইল, এবং আহলাদে গদগদ হইয়া, অশ্রুপাত করিতে লাগিল। তাহাদের পিতা, মনে করিয়াছিলেন, পুত্রেরা টাকা পাঠাইয়াছিল, তাহাতেই তিনি দাসত্বমুক্ত হইয়াছেন। তিনি, তাহাদের মুখচুম্বন করিয়া, আশীৰ্ব্বদ করিলেন; এবং জিজ্ঞাসিলেন, তোমরা এত টাকা কোথায় পাইলে? আমার আশঙ্কা হইতেছে, কোনও অন্যায় উপায় অবলম্বন পূর্বক, এই টাকার সংগ্রহ করিয়াছ। তাহারা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, না মহাশয়, আপনি ওরূপ আশঙ্কা করিতেছেন কেন, আমরা আপনকার দাসত্বমোচনের জন্য, টাকা পাঠাই নাই, বলিতে কি, আমরা এ বিষয়ের বিন্দু বিসর্গও জানি না।

এই কথা শুনিয়া, তাহাদের পিতা সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং বলিলেন, তবে এ টাকা কে দিল। আমার প্রভু, টাকা পাইয়া, আমায় নিষ্কৃতি দিয়াছেন, তাহা আমি অবধারিত জানি। টাকাও অনেক, এত টাকা কোথা হইতে আসিল, তাহা আমিও জানিলাম না, তোমরাও জানিলে না, এ বড় আশ্চর্য্যে বিষয়। ফলতঃ, তিন জনেই বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, তাহারা দুই সহোদরে বলিল, মহাশয়, আমরা এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছি; এ আর কাহারও কৰ্ম্ম নহে। কিছু দিন পূর্বে, এক সদাশয় দয়ালু মহাশয়, আমাদের নৌকায় চড়িয়া, কথাপ্রসঙ্গে আপনার বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন। তিনি অতিশয় দয়াশীল, প্রস্থানকালে আমাদের দাসত্বমুক্ত করিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন, অচিরে তোমাদের মনস্কাম পূর্ণ হইবে। তিনিই আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, দয়া করিয়া, আমাদের মনস্কাম পূর্ণ করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। ফলতঃ, তাহাদের এই অনুমান অমূলক নহে। মন্টেস্কু দয়াতেই, তাহাদের পিতা দাসত্বমুক্ত হইয়াছেন।

অদ্ভুত আতিথেয়তা

আরবদেশে সলিমন নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অতি প্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম প্রাণদণ্ডেব উপক্রম দেখি, প্রচ্ছন্দ বেশে পলাইয়া, কুফা নগরে উপস্থিত হইলেন, যাঁহার উপর বিশ্বাস করিতে পারেন, এরূপ কোনও আত্মীয় বা পরিচিত ব্যক্তি তথায় না থাকাতে, এক বড় মানুষের বাটীর বহির্দ্বারে বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, গৃহস্থামী, কতিপয় ভৃত্য সমভিব্যাহারে, উপস্থিত হইলেন, এবং অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া ইব্রাহিমকে জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কে, কি জন্য এখানে বসিয়া আছ? ইব্রাহিম বলেন, আমি এক অতি হতভাগ্য বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি, আপনার শরণাগত হইয়া আশ্রয়প্রার্থনা করিতেছি।

আরবদিগের রীতি এই, কেহ বিপদগ্রস্ত হইয়া প্রার্থনা করিলে, তাঁহারা তাহাকে আশ্রয় দেন, তাহার পরিচয়গ্রহণ বা তাহার চরিত্র বিষয়ে কোনও অনুসন্ধান করেন না, এবং যাহাকে আশ্রয় দেন, সে ব্যক্তি, অশ্রয়দানের পর, বিষম শত্রু ও যার পর নাই অনিষ্টকারী বলিয়া পরিজ্ঞাত হইলেও, তাহার অনিষ্ট সাধনে কদাচ প্রবৃত্ত হইত না। তদনুসারে, গৃহস্থামী ইব্রাহিমের প্রার্থনা শ্রবণমাত্র বলিলেন, জগদীশ্বর তোমায় রক্ষা করুন, তোমার কোনও আশঙ্কা নাই, তুমি আমার আলয়ে, যতদিন ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি কর। এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিলেন। ইব্রাহিম, তদীয় আলয়ে আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক নিরুদ্বেগে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

কতিপয় মাস অতিবাহিত হইল। ইব্রাহিম দেখিলেন, গৃহস্থামী প্রত্যহ নিরূপিত সময়ে ভৃত্যবর্গ সমভিব্যাহারে লইয়া, অস্বারোহণে গৃহ হইতে বহির্গত হন। তিনি, কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া, একদিন গৃহস্থামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি প্রতিদিন এরূপ সজ্জায় কোথায় যান। তিনি বলিলেন, সলিমানের পুত্র ইব্রাহিম * নামে এক ব্যক্তি আমার পিতার প্রাণবধ করিয়াছে, শুনিয়াছি, ঐ দুরাত্মা, এই নগরের কোনও স্থানে লুকাইয়া আছে, বৈবনির্যাতনের অভিপ্রায়ে, তাহার অনুসন্ধান করিতে যাই।

ইব্রাহিম কিছুদিন পূর্বে, এক ব্যক্তির প্রাণবধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ ব্যক্তি এই গৃহস্থামীর পিতা, তাহা জানিতেন না, এক্ষণে, গৃহস্থামীর বাক্য শুনিয়া জীবনের অশায বিসর্জন দিয়া, তিনি বলিলেন, -মহাশয়, আমি বুঝিতে পারিলাম, জগদীশ্বর আপনকার বৈবনির্যাতনবাসনা অনায়াসে পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়েই আমায় এ স্থানে আনিয়াছেন। আমি আপনকার পিতার প্রাণহন্তা, আমার প্রাণবধ করিয়া, আপনি বৈবনির্যাতনবাসনা পূর্ণ করুন।

এই কথা শুনিয়া গৃহস্থামী বলিলেন, বোধ করি, ক্রমাগত যন্ত্রণাভোগ করিয়া, আপনকার আর বাঁচিবার ইচ্ছা নাই; এজন্যই, আপনি এরূপ প্রস্তাব